uttoron
Skills for better life

Chevron | swisscontact

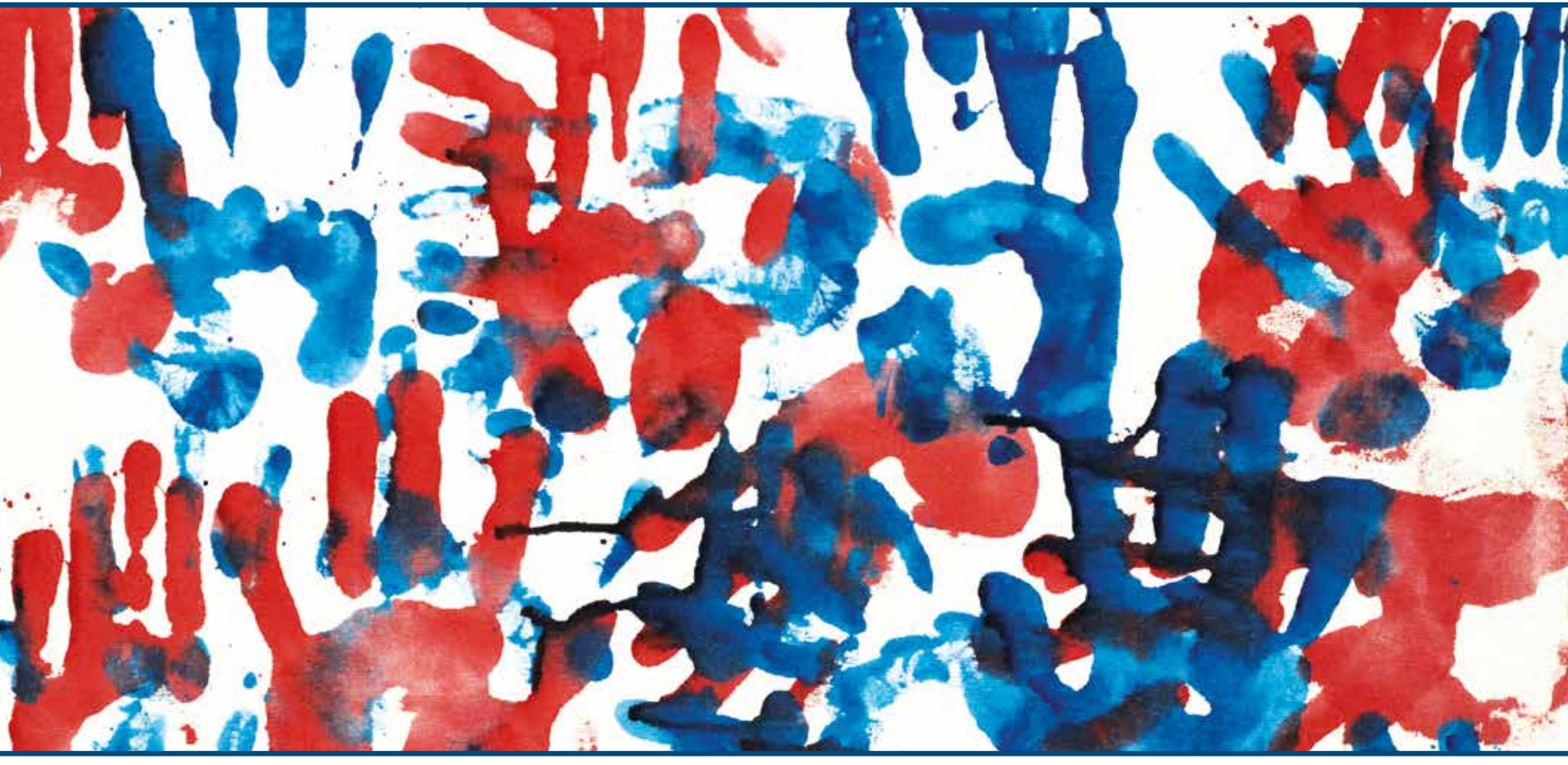

সাহসীকতার গীতিনাট্য

মুখবন্ধ

প্রতিটি যাত্রারই একটি নির্দিষ্ট গন্তব্য এবং শেষ রয়েছে। গন্তব্যহীন যাত্রা অচিরেই অজানা এবং অনিশ্চয়তায় হারিয়ে যেতে পারে। ৬ বছর আগে ২০১৬ সালে শেভরণের অর্থায়নে এবং সুইসকন্ট্যাক্টের বাস্তবায়নে উত্তরণ- উন্নত জীবনের লক্ষ্যে নামক প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। আমরা আমাদের লক্ষ্য ও স্বপ্ন সম্পর্কে জানতাম এবং সেগুলো অর্জনের পথটাও জানা ছিল। উত্তরণ শুরু থেকেই যুবাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে পরিবর্তনে এবং আশার আলো জ্বালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এই দীর্ঘ যাত্রায় আমরা অনেকবার হোঁচট খেয়েছি, কিন্তু কখনো হাল ছাড়িনি। ফিনিক্স পাখির মত ভস্ম থেকে উঠে এসে আবার উড়তে চেষ্টা করেছি। একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে -*"কোন স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।"* এই বইটিতে এমন সব যুবাদের জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প রয়েছে যারা কখনো হাল ছাড়েননি। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন জীবনকে নতুন করে শুরু করতে। উত্তরণের সেই সকল প্রশিক্ষণার্থীর প্রতি এই বইটি উৎসর্গ করা হলো যারা আমাদের এই যাত্রার সংগী ছিলো। তাদের সাহসিকতা এবং নিষ্ঠার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

(Uttoron- skills for better life is a skills development project funded by Chevron Bangladesh and implemented by Swisscontact. The project has been working since 2016, and during the 2nd phase (2019-2022), it worked in Dhaka, Khulna and Sylhet divisions. It provided vocational training to more than 3500 youth, established a permanent training centre in cooperation with Sylhet City Corporation and established an advanced welding training lab at Khulna shipyard in collaboration with the government. For more information, please check

https://www.swisscontact.org/en/projects/uttoron-skills-for-better-life)

uttaran

সূচিপত্র

০৪ রাজের
পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর গল্প

০৬ রসনা
আত্মমর্যাদা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

০৮ ফাহিমা
জীবনের দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া

১০ শাহ কামিলের
কারিগরি কাজের মধ্যেই আনন্দ

১২ শাহানার
স্বপ্ন জীবনে অনেক দূর যাবার

১৪ ফাইভ স্টার হোটেলে কাজ করি এইটা আমার এখনো বিশ্বাস হয় না

১৬ ফাহিমের
নতুন যাত্রা শুরুর গল্প

১৮ দক্ষ ওয়েল্ডার আকরাম

রাজ নায়েক

“কাজ করতে আমার ভালই লাগে। যেহেতু আমি পড়াশোনা করতে পারি নাই তাই ভালমত কাজ শিখে এখন যে কাজ করছি এবং পরিবারের পাশে থাকতে পারছি এইটাই আমার জন্য অনেক।”

২০ বছর বয়সী প্রানোচ্ছল এক তরুণ রাজ নায়েক। বাড়ি সিলেটের শাহপরাণ ইউনিয়নের দলাইপাড়া এলাকায়। পরিবারে মা এবং ভাইবোনসহ মোট ৭ জন সদস্য। ভাইবোনদের মধ্যে তার অবস্থান দ্বিতীয়। বাসার সবাই রাজ নামেই ডাকে। উত্তরণ থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে রাজ। খাদিম সিরামিকসে মেকানিক্যাল সেকশনেএক বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছে। মাসে ওভার টাইমসহ যা আয় হচ্ছে তাতে পরিবার নিয়ে বেশ ভালভাবেই চলে যাচ্ছে রাজের।

রাজের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর গল্প

উত্তরণ থেকে আগে থেকেই যোগাযোগ করা হয়েছিল রাজ নায়েকের সাথে। নাইট শিফট করা স্বত্তেও তিনি দিনের বেলা ঠিক সময় মত হাজির হয়ে গিয়েছিলেন সিলেটের ইউসেপ ট্রেনিং সেন্টারে। ইউসেপ ট্রেনিং সেন্টারের একটি খালি ক্লাস রুমএ বসে বলছিলেন এই বুদ্ধি দীপ্ত যুবক উত্তরণ সম্পর্কে কিভাবে জানতে পারলেন এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ বলেন, *"এলাকার এক বন্ধুর থেকে প্রথম উত্তরণের কথা শুনি। এরপর ট্রেনিং সেন্টারে খোঁজ নিয়ে উত্তরণের ফ্রি প্রশিক্ষণের জন্য রেজিস্ট্রেশন করি। সত্যি কথা বলতে টাকা দিয়ে এই ট্রেনিং নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। যেহেতু আমি অবস্থা সম্পন্ন পরিবার থেকে আসি নি তাই এই সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাইনি। আর আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছে কোন কাজ শিখলে সেটা বৃথা যায় না। জীবনে তা কোনভাবে কাজে লাগবেই।"*

ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? জানতে চাইলে, রাজ জানান, *"একদমই অন্য রকম। তিন মাস যে কোন দিক দিয়ে পার হয়ে গেছে তা আমি বুঝতেই পারিনি। জেএসসি পাশের পর আর পড়াশোনা করিনি তাই এই ট্রেনিং এর অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে অনেকটা স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করার মতই ছিল। তিন মাসের ট্রেনিং-এ আমরা হাউজ ওয়্যারিং, চ্যানেল ওয়্যারিং ইত্যাদির কাজ শিখেছি। সাথে উত্তরণ আমাদের ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর একদিনের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ভবিষ্যত কর্মজীবনে ভাল করতে হলে কি করতে হবে এটাও শিখিয়েছে। এগুলো আমাকে অনেক কিছু নতুনভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করেছে।"*

ট্রেনিং শেষ করার কিছু দিন পর রাজের বাবা মারা যান। সংসারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বা সাথে কে দূরে হবিগঞ্জে প্রাণ আরএফএল এ কাজে যোগ দেয়। কিন্তু প্রথম মাসে পকেটে টাকা না থাকায় খুব কষ্ট করে থাকতে হতো। একই সাথে বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ লাগতো। পরিবারের সবাইকে নিয়ে এক সাথে থাকার জন্য বড় ভাইর পরামর্শে সিলেটে ফেরত এসে খাদিম সিরামিকসে উত্তরণ ট্রেনিং এর সার্টিফিকেট নিয়ে যায়। খাদিম সিরামিকস থেকে কাজে যোগ দেওয়ার কথা বললে সেখানেই কাজে ঢুকে যায় রাজ।

"কাজ করতে আমার ভালই লাগে। যেহেতু আমি পড়াশোনা করতে পারি নাই তাই ভালমত কাজ শিখে এখন যে কাজ করছি এবং পরিবারের পাশে থাকতে পারছি এইটাই আমার জন্য অনেক। যেহেতু আমার বাবা নেই, তাই আমি এবং আমার বড় ভাই মিলেই সংসারটা চালাই। ভালো লাগার জায়গা যে আমি পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারছি।" জানাল রাজ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে রাজ বলেন, *"ভবিষ্যত নিয়ে এখনই অনেক কিছু পরিকল্পনা করে ফেলিনি। যেহেতু চাকরিতে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি সেটাই তাই এখন মন দিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। আর সাথে ইচ্ছা আছে কম্পিউটারের কাজ শেখার।"*

উত্তরণ রাজের মত এমন বহু যুবাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে। একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়তে এবং সমাজে নিজের সম্মানজনক অবস্থান তৈরিতে উত্তরণের প্রশিক্ষণ রাজ নায়েককে সহায়তা করেছে।

> **"ভবিষ্যত নিয়ে এখনই অনেক কিছু পরিকল্পনা করে ফেলিনি। যেহেতু চাকরিতে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি সেটাই তাই এখন মন দিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। আর সাথে ইচ্ছা আছে কম্পিউটারের কাজ শেখার।"**

রসনা বেগম

> “ছোটবেলা থেকেই অভাবের তাড়নায় মা আমাদের নিয়ে হিমশিম খেয়েছে। খুব কষ্টে সংসার চলেছে। এর মধ্যে বিয়ের পর বুঝেছি এই ঘরে মানিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। সেই ঘরে অন্য রকম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছি।”

সমাজের অনেক বাঁধা ধরা নিয়মের বাইরে গিয়ে নিজের জীবনটা অন্যভাবে গুছিয়ে নিতে শুরু করেছেন রসনা। রসনার পুরো নাম রসনা বেগম। সিলেটের খাদিমনগর ইউনিয়নের মহালদ্বীপ গ্রামে বেড়ে ওঠা রসনার। ছোট বেলাতেই বাবা হারানোর পরে অভাব কি তা বুঝতে পারে। পরিবারে রয়েছে মা, দুই ভাই এবং ৫ বোন। বড় ভাই সিএনজি চালায় আর ছোট ভাই স্কুলে পড়ে। তিন বোনের বিয়ে হয়েছে। রসনারও পারিবারিক আয়োজনের মধ্যে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেখানে বেশি দিন থাকা রসনার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আত্মমর্যাদা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রসনা

"ছোটবেলা থেকেই অভাবের তাড়নায় মা আমাদের নিয়ে হিমশিম খেয়েছে। খুব কষ্টে সংসার চলেছে। এর মধ্যে বিয়ের পর বুঝেছি এই ঘরে মানিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। সেই ঘরে অন্য রকম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছি।" বলতে গিয়ে গলার স্বর ভারী হয়ে আসে রসনার। শ্বশুর বাড়িতে নানা ধরনের শিকার হবার পর এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেন যে এই অন্যায় আর মেনে নেবে না। তাই ঐ পাট চুকিয়ে দিয়ে নিজের জীবন নতুন করে ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাড়িতে আসার পর বুঝতে পারে এভাবে করে জীবন চালানো যাবে না। তাকে কিছু একটা করতে হবে। কাজ খুঁজতে হবে। কিন্তু অনেক খুঁজেও কাজের সন্ধা পায় না রসনা। কাজের অভিজ্ঞতা অথ বা সার্টিফিকেট না থাকলে কাজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। একদিন বড় ভাই তাকে একটা লিফলেট দেয়। সেই লিফলেটের মাধ্যমেই উত্তরণের ফ্রি ট্রেনিংয়ের কথা জানতে পারে রসনা।

রসনার বাসা থেকে সিলেটের ইউসেপ হাফিজ মজুমদার সিলেট টেকনিক্যাল স্কুলের দূরত্ব একটু বেশি। তারপরও নিজে থেকেই একাই চলে যান ট্রেনিং সেন্টারে। *"মনে একটু দুশ্চিন্তা ছিল যে বাসা থেকে এত দূরে গিয়ে ক্লাস করা নিয়ে কিন্তু ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে জানতে পারলাম যে উত্তরণ থেকে যাতায়াত বাবদ একটা বরাদ্দ রয়েছে। এতে করে মনে আরেকটু জোর পাই। সে দিনই রেজিস্ট্রেশন করে বাসায় ফিরি আমি।"*

উত্তরণ প্রকল্পের মেশিনিস্ট ট্রেডে রসনার প্রশিক্ষণ শুরু করে রসনা। মেশিনিস্ট ট্রেডে কেন প্রশিক্ষণ নিতে চাইলেন জিজ্ঞেস করলে রসনা বলেন, *"যেহেতু মেশিনিস্ট এর কাজটা একটু জটিল তাই খুব বেশি মানুষ করে না। বিশেষ করে মেয়েরা। আমার মনে হয়েছে ছেলেরা যদি করতে পারে আমিও পারবো। যদি কাজটা শিখতে পারি তাহলে আমার অভিজ্ঞতাও হবে আর সাথেসহজে একটা কাজে ঢুকতে পারবো।"*

উত্তরণের প্রশিক্ষণ শেষ করার পর রসনা আরএফএলে ফ্যান সেকশনে অ্যাসিসট্যান্ট অপারেটর পদে যোগ দেয়। প্রতিদিনের ডিউটি আর ওভার টাইম মিলে যা আয় হয় তার একটা বড় অংশই পরিবারের ভরণপোষনে দিয়ে দিতে হয় রসনাকে। সাথে বিকাশের মাধ্যমে কিছুটা কাজ মাও করতে পারছে এখন।

ভবিষ্যতে কি করতে চান জানতে চাইলে রসনা বলেন, *"আমি আমার পরিবারকে ভাল রাখতে চাই। মা এর মুখে হাসি আনতে চাই। আমি আজকে যতটুকু যা করতে পেরেছি তা আমার মার জন্যই। সমাজের অনেক নিয়মের বাইরে এসে আমি আজকে যে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি এটা আমার মায়ের প্রেরণায়। আর সাথে রয়েছে উত্তরণ। অভাবের জাল থেকে যেন আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে পারি এটাই আমার ইচ্ছা।"*

রসনার মত আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নারীদের পাশে দাঁড়াতে পেরে উত্তরণ গর্বিত।

"মনে একটু দুশ্চিন্তা ছিল যে বাসা থেকে এত দূরে গিয়ে ক্লাস করা নিয়ে কিন্তু ট্রেনিং সেন্টারে গিয়ে জানতে পারলাম যে উত্তরণ থেকে যাতায়াত বাবদ একটা বরাদ্দ রয়েছে। এতে করে মনে আরেকটু জোর পাই। সে দিনই রেজিস্ট্রেশন করে বাসায় ফিরি আমি।"

ফাহিমা আক্তার

“আমিতো এতদিন ধরেই এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করেছি। একটু নিশ্চিন্ত লেগেছে যেদিন চাকরিটা পেলাম। এবার মাসের খরচটা নিয়ে ভাবতে হবেনা। যা আয় তাতে বাবার ওষুধ এবং সংসার ভালমতই চলে যাবে।”

“অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়া অবস্থায় পড়াশোনা ছেড়ে দেই। বাসা থেকে পড়াশোনার খরচ চালানোর অবস্থা ছিল না। বাবা অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় আমার পরিবারকে ধীরে ধীরে অর্থ কষ্টের মধ্যে পরতে দেখেছি। টিউশনি করেছি, কিন্তু তা দিয়ে কুলাত না। কাজ খুঁজেছি কিন্তু মনের মত কিছু পাচ্ছিলাম না।” এক নিশ্বাসে কথাগুলো বললেন ফাহিমা আক্তার, বয়স ২০ বছর। নবীগঞ্জ থানার হবিগঞ্জ জেলার গুজাখাইর গ্রামে মা-বাবা, ভাইবোন মিলে এগারো জনের পরিবার ফাহিমার। অল্প কিছু জমি জমা ছিল তা দিয়ে ৪ বোনের বিয়ে দেওয়া হয়। বাবা অন্যের

জীবনের দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া ফাহিমা

জমিতে কৃষি কাজ করতেন। কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের পর শরীর এত খারাপ হয়ে যায় যে কাজ করা আর সম্ভব ছিলনা। বড় ভাই বিয়ে করে আলাদা থাকে। তাদের দায়িত্ব নিতে রাজী নয়।

ফাহিমার স্কুল এবং কলেজ নবীগঞ্জেই, এরপর বৃন্দাবন কলেজে অনার্সে পড়ার এক বছরের মাথায়ই সংসারের পুরো দায়িত্ব ফাহিমার উপর এসে পরে। এ অবস্থায় জীবনের মোড় ঘুরানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন ফাহিমা। তখনই একদিন কয়েকজন বান্ধবীর কাছে খোঁজ পান উত্তরণের প্রশিক্ষণের। পরদিনই আউশকান্দি ট্রেনিং সেন্টারে চলে যান রেজিস্ট্রেশনের জন্য। ভর্তি হন প্যাকেজিং এন্ড ফিনিশিং অপারেশন ট্রেড এ। প্রতিদিন বেশ দূর থেকেই যাতায়াত করতে হতো ট্রেনিং সেন্টারে। কিন্তু কাজটা শিখলে যে একটা চাকরি পাওয়া যাবে এটা ভেবেই ট্রেনিং চালিয়ে যেতে থাকে ফাহিমা।

ট্রেনিং শেষ করার পর ফাহিমা হবিগঞ্জের প্রাণের বিস্কুট সেকশনে অ্যাসিসট্যান্ট অপারেটর হিসেবে যোগ দেন। এত কষ্ট করার পরে কাজে যোগ দিয়ে কেমন লাগলো জিজ্ঞেস করায় ফাহিমা বলেন, *"আমিতো এতদিন ধরেই এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করেছি। একটু নিশ্চিন্ত লেগেছে যেদিন চাকরিটা পেলাম। এবার মাসের খরচটা নিয়ে ভাবতে হবেনা। যা আয় তাতে বাবার ওষুধ এবং সংসার ভালমতই চলে যাবে। আমার উপর যে দায়িত্ব এসে পরেছে তা যে ভালমত করতে পারবো তা ভেবেই শান্তি লেগেছে।"*

ফাহিমা হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের হোস্টেলে থাকেন। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ডিউটি করে মাঝে মাঝে নাইটশিফটে ডিউটি থাকে। প্রথম প্রথম বারো ঘন্টা ডিউটি করতে বেশ কষ্ট হতো তার। কিন্তু কাজ শিখে এসেছে দেখে ঝটপট মেশিনের কাজগুলো বুঝে নিতে পেরেছে। সুপারভাইসরও তার কাজে বেশ খুশি। বিস্কুট সেকশনের অনেকগুলো মেশিনের কাজই সে এখন করতে পারে। এতে তার অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। পড়াশোনা জানার থাকায় তার কথায় বা মতামতে বেশ গুরুত্ব ও দেওয়া হয়। কিন্তু ফাহিমা নিজে থেকেই হাস্যজ্বল মুখে বলতে থাকেন *"মাঝে একদিন আমাকে ম্যানেজার ডেকে পাঠান। উনি শুনতে চান যে আমাদের কাজ কেমন চলছে, প্রোডাকশন এর প্রেশার নিতে পারছি কিনা আমরা। আর সাথে কি কির করলে প্রোডাকশন আরো বাড়ানো সম্ভব। আমিও সব কথা উত্তর দিয়েছি। ম্যানেজার পরে আমাকে আলাদা করে ধন্যবাদ দিয়েছে। আমি না কি সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলেছি।"*

ফাহিমার মুখের হাসিই বলে দেয় ফাহিমার আত্মবিশ্বাস এখন অন্য অনেকের থেকে অনেক বেশি। ছোট-ভাইবোন দুইটা যেন পড়ালেখা করে যেতে পারে, সেটাই তার চাওয়া আপাতত। সাথে বাবা-মায়ের জন্য কিছু করতে পারছি এটাই তার ভাল লাগার অন্যতম জায়গা। ফাহিমা এখন এটা ভেবে নিশ্চিন্ত যে সে সংসারের দায়িত্ব নিয়ে কিছু করতে পারছে।

> **"মাঝে একদিন আমাকে ম্যানেজার ডেকে পাঠান। উনি শুনতে চান যে আমাদের কাজ কেমন চলছে, প্রোডাকশন এর প্রেশার নিতে পারছি কিনা আমরা। আর সাথে কি কি করলে প্রোডাকশন আরো বাড়ানো সম্ভব। আমিও সব কথা উত্তর দিয়েছি। ম্যানেজার পরে আমাকে আলাদা করে ধন্যবাদ দিয়েছে। আমি না কি সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলেছি।"**

শাহ কামিল

“নিজে কাজ করে টাকা আয় করার মধ্যে যে আনন্দ তা অন্য কিছুর থেকে পাওয়া যায় না। একই সাথে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে এবং আমি পরিবারের পাশেও থাকতে পারছি।”

শাহ কামিলের জীবনের গল্প উত্তরণের অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের গল্পের সাথে অনেকটাই মিলে যায়। পড়ালেখার প্রতি অনাগ্রহের কারনে উচ্চ মাধ্যমিক এরপরে শাহ কামিল পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। ১৯ বছর বয়সী শাহ কামিলের বাড়ি নবীগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ থানার রুস্তমপুর গ্রামে। চার ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট কামিল। বড় দুই ভাই সিলেটের হোটেলে কাজ করে এবং একমাত্র বোন পড়াশোনা করছে। কলেজের পরপরই পড়ালেখা ছেড়ে দেয় কামিল। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পরে আর পড়াশোনা করলেন না কেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে *“পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে যেতে যেতে অনেক বছর পার হয়ে যেত। এছাড়াও পড়াশোনার থেকে আমি বরাবর কারিগরি কাজেই বেশি আনন্দ পাই। আমি একটা কিছু করতে চাচ্ছিলাম। তাই আমার*

কারিগরি কাজের মধ্যেই আনন্দ শাহ কামিলের

মনে হয়েছে উত্তরণের ট্রেনিং নিয়ে আমি যদি কাজে ঢুকে যেতে পারি সেটা আমার ভবিষ্যতের জন্যই ভাল হবে।"

কামিল হবিগঞ্জের প্রাণ, আরএফএল-এ বিস্কুট তৈরির ফ্লোরে অ্যাসিস্টেন্ট অপারেটর হিসেবে কর্মরত আছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে থাকতে হয় তাকে। চাকুরীর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন- *"নিজে কাজ করে টাকা আয় করার মধ্যে যে আনন্দ তা অন্য কিছুর থেকে পাওয়া যায় না। একই সাথে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও বাড়ছে এবং আমি পরিবারের পাশেও থাকতে পারছি।"*

শাহ কামিল হাসান, ডাক নাম কামিল। বয়স ১৯ বছর। পড়াশোনা করেছেন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত। কামিলের বাড়ি নবীগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ থানার রুস্তমপুর গ্রামে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে কামিল। সংসারে আব্বা, আম্মা, তিন ভাই এবং একবোন। শাহ কামিল ভাইদের মধ্যে সবার ছোট, তার পরে বোন। বড় দুই ভাই সিলেটে মিস্ত্রীর কাজ করে এবং ছোট বোন পড়াশোনা করে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পরে আর পড়াশোনা করলেন না কেন জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন যে *"পড়াশোনা শেষ করে চাকরিতে যেতে যেতে অনেক বছর পার হয়ে যেত। এছাড়াও পড়াশোনার থেকে আমি বরাবর কারিগরি কাজেই বেশি আনন্দ পাই। আমি একটা কিছু করতে চাচ্ছিলাম। তাই আমার মনে হয়েছে উত্তরণের ট্রেনিং নিয়ে আমি যদি কাজে ঢুকে যেতে পারি সেটা আমার ভবিষ্যতের জন্যই ভাল হবে।"*

কামিলের চাকুরীর বয়স মাত্র পাঁচ মাস। চাকুরীর এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সুপারভাইসর এবং ফ্লোর ইনচার্জের খুব প্রিয়। যে দিন কামিলের সাথে কথা হচ্ছিল সে দিনেরই একটি গল্প বললেন উত্তরণ টিমকে- *"কাজের পরে আমরা সবাই এসেম্বলিতে অংশগ্রহন করি। আজকের এসেম্বলিতে আমার সুপারভাইসর আমাকে নিয়ে বেশ প্রশংসা করেছে। তারা আমার কাজে খুব খুশি। তাদের এই উৎসাহ আমাকে ভবিষ্যতে ভাল কাজ করার জন্য প্রেরণা দেয়।"*

এক বন্ধুর থেকে প্রথম উত্তরণের ট্রেনিং সম্পর্কে জানতে পারেন কামিল। উত্তরণের প্যাকেজিং এন্ড ফিনিশিং অপারেশনের ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহন করার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল জানতে চাওয়া হলে শাহ কামিল বলেন যে *"উত্তরণ আমাকে যা তৈরি করার তা করে দিয়েছে। এখন বাকিটা আমাকেই করে নিতে হবে। আমি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কোন কাজ শুরু করতে পারি উত্তরণের প্রেরণাতেই। আমি মনোযোগ দিয়ে কাজ করছি যেন আর কিছুদিন পরে সিনিয়র অপারেটর হতে পারি। উত্তরণ থেকে তিন মাস ট্রেনিং নেওয়ার ফলে আমার কাজের গতি বেড়েছে, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারছি খুব সহজেই। মাসে আমার আয় এখন ওভার টাইমসহ ১০-১১ হাজার টাকা। যার থেকে আমি বাড়িতে ৬,০০০ টাকা পাঠাই মাসে। নিজে থেকে কিছুকরার ইচ্ছা আমার সব সময়ই ছিল। উত্তরণ আমাকে আমার ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে কাজ শেখার এবং করার সুযোগ করে দিয়েছে।"*

কাজ শিখে চাকুরীতে যাওয়ায় কোন উপকার হয়েছে কিনা জানতে চাইলে বলেন যে *"কাজ শিখে আসছি দেখে আমি সহজেই বিভিন্ন মেশিনের কাজ বুঝি, কোন মেশিনের কি কাজ এগুলো সম্পর্কে জানি। আবার যে মেশিন চিনি না তা সম্পর্কে জানতেও খুব বেশি সময় লাগে না।"*

ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছা জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, *"আমরা যেসব মেশিনে কাজ করি তা সব বিদেশি মেশিন তার মানে বিদেশেও এমন মেশিনেই প্যাকেজিং এর কাজ হয়। তার মানে আমি আরেকটু অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিদেশে গিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবো এবং একজন দক্ষকর্মী হিসেবে সফলভাবে কাজ করতে পারবো।"*

শাহ কামিল প্রতিনিয়ত তার আশেপাশের মানুষকে দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করে। উত্তরণের প্রশিক্ষণ তার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং তার বিশ্বাস ভবিষ্যতে এই শিক্ষা কাজে লাগিয়ে তিনি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন।

শাহানা

> “একজন নারী কর্মী হিসাবে আমার কখনোই মনে হয়নি যে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না, উত্তরণের প্রশিক্ষণ আমার সেই বিশ্বাসকেই জোগান দিয়েছে। আমার নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহর রহমতে আমি আমার কর্মজীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।”

বেশ উচ্ছসিত শাহানা। কাজের চাপে সপ্তাহের কার্যদিনে সময় না দিতে পেরে, ছুটির দিনে কথা বলার সুযোগ হল তার সাথে। উত্তরণ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরে তার নতুন জীবনের ব্যস্ততার কথা খুলে বলেন তিনি, *“ফ্যাক্টরির জেনারেল সার্ভিস টিমের সাথে কাজ করার প্রেক্ষিতে এখন আমার সারাদিনই*

শাহানার স্বপ্ন জীবনে অনেক দূর যাবার

ব্যস্ততা। অন্যদের ওভার-টাইমগুনতে গিয়ে নিজের সময়ের কথাই মনে থাকে না" হাসতে হাসতে বলেন শাহানা। তিনি কাজ করেছেন স্কুল শিক্ষক হিসেবে, কোন একদিন কলেজ শিক্ষক হবেন এই স্বপ্ন নিয়ে। স্কুল শিক্ষক হিসেবে সমাজে মর্যাদা পাচ্ছিলেন, কিন্তু পরিবারের খরচ মেটাতে পারছিলেন না। তাই শাহানা যোগদান করেন উত্তরণের প্রশিক্ষণে, একটি ভাল চাকরির আশায়, যা তাকে স্বাবলম্বী জীবন ও সম্মান দুটোই দিবে। শাহানার হাসিই বলে দেয় যে উত্তরণ তাকে আশাহত করেনি।

গজনাইপুর ইউনিয়নের দেওপাড়া গ্রামের মেয়ে শাহানা। বাবা-মা ভাইবোন মিলে পরিবারের সদস্য মোট নয় জন। এক দিন এলাকায় গণপ্রচারণায় উত্তরণের কথা শুনে প্রশিক্ষণে যোগদান তার। সেখানে তিনি তিন মাসের ট্রেনিং সম্পন্ন করেন টিএমএসএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে। প্রশিক্ষণ শেষে এখন সে ছয় মাস ধরে হবিগঞ্জের প্রাণ-আরএফএল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে সহকারী অপারেটর হিসেবে কাজ করছে। কমপায়েন্স কো-অর্ডিনেটর সহকারী হিসাবে কাজ করছে সে। এব্যাপারে শাহানা বলেন *"আমি ট্রেনিং করেছিলাম ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সলেশন এবং মেইনটেন্যান্স (ইআইএম) যা আমার বর্তমান কাজের সাথে পুরোপুরি মিলেনা, কিন্তু আমার কাজের দক্ষতা বিবেচনায় নিয়োগ কর্তা আমাকে বর্তমান পদে নিয়োগ করেন"*। শাহানা তার কলেজ শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন থেকে পিছিয়ে আসেনি, এখন সে সহকারী অপারেটর হিসাবে ফুল টাইম কাজ করার পাশাপাশি ভর্তি হয়েছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এব্যাপারে তার সুপার ভাইজারের সমর্থন রয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে শাহানা তার ইউনিয়নে আত্মক্ষমতায়নের এক দারুণ দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে, যেখানে অনেক মেয়েই এখন শাহানার দেখানো পথ ধরে সামনে এগোতে চায়। এ ব্যাপারে শাহানা বলেন *"একজন নারী কর্মী হিসাবে আমার কখনোই মনে হয়নি যে আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না, উত্তরণের প্রশিক্ষণ আমার সেই বিশ্বাসকেই জোগান দিয়েছে। আমার নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহর রহমতে আমি আমার কর্মজীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।"*

> **"আমি ট্রেনিং করেছিলাম ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সলেশন এবং মেইনটেন্যান্স (ইআইএম) যা আমার বর্তমান কাজের সাথে পুরোপুরি মিলেনা, কিন্তু আমার কাজের দক্ষতা বিবেচনায় নিয়োগ কর্তা আমাকে বর্তমান পদে নিয়োগ করেন।"**

সাবেদ আহমেদ

> “বাড়িতে গেলে আব্বা ডাকার সাথে সাথে আমার মেয়েটা যেমনে দৌড়ায় আসে তা দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায়, মনে মনে ভাবি আমি যেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি সেটার মধ্য দিয়ে তাকে যেন না যেতে হয়।”

উত্তরণ প্রশিক্ষণে যোগদানের পূর্বে সাবেদের ধারণা ছিলো হাউজকিপিং মূলত ভাল শেফ হওয়ার প্রশিক্ষণ, কিন্তু ক্লাস শুরু হওয়ার পর দেখেন একদমই অন্য ব্যাপার, কিভাবে হোটেল রুম সাজাতে গুছাতে হবে, কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করতে হবে, এসব শেখানো হয় হাইজকিপিং প্রশিক্ষণে।

সাবেদ টনি খান হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে উত্তরণ প্রকল্পের হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এখন রুম অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে দেশের অন্যতম পাঁচ তারকা হোটেল গ্র্যান্ড প্যালেস সিলেটে

ফাইভ স্টার হোটেলে কাজ করি এইটা আমার এখনো বিশ্বাস হয় না

কাজ করছেন। এত বড় হোটেলে সে এখন কাজ করছে এটাই নাকি তার মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না।

বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান, ছোট ভাই এবং তিন বোনের পরিবার সাবেদের। তিন বোনেরই বিয়ে হয়েছে। বাবা বার্ধ্যক্য জনিত কারণে কাজ করতে পারেন না অনেক আগে থেকেই, মা এবং স্ত্রী দু'জনই গৃহিনী, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি হচ্ছেন সাবেদ। তার পরিবার থাকে গ্রামের বাড়িতে।

সিলেট এয়ারপোর্ট হাই স্কুল থেকে ২০০৯ সালে এসএসসি এবং শালুটিকর বাজার ডিগ্রী কলেজ থেকে ২০১১ সালে বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাশ করার পরে একটি স্থানীয় মাদ্রাসায় চাকরি শুরু করে সাবেদ। সাথে করতেন টিউশনিও। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় দিন শুরু, দুপুর অব্দি মাদ্রাসায় ক্লাস নেয়া এরপর বিকালে আর সন্ধায় টিউশনি করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত। পুরো মাস প্রচুর খাঁটুনির পরে যা আয় হতো তা দিয়ে সংসার কোন মতে চলে যেত। কিন্তু বাসায় দুই বছর বয়সী ছোট্ট মেয়েটাকে আর সময় দেওয়া হতো না।

এরই মধ্যে একদিন বাগ বাড়ি এলাকার সমাজ সেবা অধিদপ্তরে হওয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে উত্তরণের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারেন সাদেব। রেজিস্ট্রেশন করে উত্তরণ প্রকল্পের হাইজকিপিং এ প্রশিক্ষণ শুরু করেন। মাদ্রাসার রুটিন অনুসারে ক্লাস শেষহতে হতে দুপুর আড়াইটা বাজতো। কিন্তু বিশেষ অনুরোধে দুপুর একটার দিকে ট্রেনিং সেন্টারে ক্লাস করতে চলে যেতেন তিনি।

হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর মাদ্রাসার চাকরি ছেড়ে দেন তিনি, বেশ কয়েকটা হোটেলে কাজের কথাবার্তা হয়। কিন্তু বেতন, সুযোগ সুবিধা মনমত না হওয়ায় সেগুলোতে আর থাকেন নি। প্রশিক্ষণ থেকে রুম এটেনডেন্ট হিসেবে রুম ক্লিনিং, বেডিং, এমিনিটিস সেটআপ এবং গেস্ট রিসিভিং এইগুলো শিখিয়েছে। এখন আমি এই সবকিছু কাজে লাগাতে পারছি। এখানে কাজ করতে গেলে কথা সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে হয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন থাকতে হত এবং মার্জিত আচরণ করতে হয়।"

প্রথম প্রথম কাজ করতে গিয়ে কষ্ট হয়েছে, কারণ একদম নতুন ছিলো সবকিছু। আগের থেকে এখন অনেক ভাল আছে সাবেদ, যা আয় হয় তা দিয়ে ভালমত সংসার চলে যায়। পাশাপাশি পরিশ্রম কম। তার পরিবারের বাকি সদস্যরা থাকে গ্রামের বাড়িতে। সাবেদের মাসে দুই বারের বেশি বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হয় না। হাসি মুখে সাবেদ বলে *"বাড়িতে গেলে আব্বা ডাকার সাথে সাথে আমার মেয়েটা যেমনে দৌড়ায় আসে তা দেখলেই মনটা ভাল হয়ে যায়, মনে মনে ভাবি আমি যেই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি সেটার মধ্য দিয়ে তাকে যেন না যেতে হয়।"*

সাবেদের মত এমন আরো অনেক তরুণের পাশে থাকতে পেরে উত্তরন গর্বিত।

> **"উত্তরণ প্রশিক্ষণে যোগদানের পূর্বে সাবেদের ধারণা ছিলো হাউজকিপিং মূলত ভাল শেফ হওয়ার প্রশিক্ষণ, কিন্তু ক্লাস শুরু হওয়ার পর দেখেন একদমই অন্য ব্যাপার, কিভাবে হোটেল রুম সাজাতে গুছাতে হবে, কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করতে হবে, এসব শেখানো হয় হাইজকিপিং প্রশিক্ষণে।"**

ফাহিম আবরার

> **“উত্তরণের প্রশিক্ষণ আমাকে শুধু দক্ষই করেনি সাথে কাজের পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি করেছে। অপারেশন্স ম্যানেজার হিসেবে ছয় মাস ধরে কাজ করছেন ফাহিম। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানা যায় ফাহিমের কাজে বেশ সন্তুষ্ট তারা।”**

“সবকিছু একদম ঠিকঠাক চলতে ছিলো আমাদের পরিবারে, হঠাৎ একটা ঝড় এসে আব্বার চাকরিটা চলে যায়।” বলছিলেন ফাহিম পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপদে পরে যায় ফাহিমের পরিবার।

এর মধ্যে তার আব্বা আরেকটি কাজে যোগ দেয়। কিন্তু দূর্দিন পিছু ছাড়ছিলনা ফাহিমদের। তার আব্বা একটা দূর্ঘটনার শিকার হন এবং চাকরিটা ছেড়ে দিতে হয়। এতে করে ফাহিমের পরিবার একদম অনিশ্চিত একটা ভবিষ্যতের দিকে চলতে শুরু করে।

ফাহিমের নতুন যাত্রা শুরুর গল্প

২২ বছর বয়সী ফাহিম আবরার তার আব্বার সাথে থাকেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মিরপুর পল্লবী এলাকায়। তার বাড়ি রংপুরের মিঠা পুকুরে। ফাহিম উত্তরণ টিমের সাথে তার অফিস রুমে বসে কথা বলছিলেন। দূর্ঘটনার পর তার আব্বা ২০১৬ সালে ঢাকায় এসে একটা এপার্টমেন্টে কেয়ারটেকার হিসেবে চাকরি নেন। সাত সদস্যের পরিবারের একমাত্র ছেলে ফাহিমের কাছে তার পরিবারের আশা বেশি, যদিও তার বাবা-মা একটি বারও পড়াশোনা বাদ দিতে বলেনি কিন্তু যখন দাখিলের পরে পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাজে যোগ দেয় তখন কাজ না করে পড়াশোনা চালিয়ে নেওয়ার সুযোগটাও পায়নি বলে ফাহিম জানায়। ২০২০ সালে দাখিল পাশ করে নিজের আগ্রহ থেকে শেখা কম্পিউটার জানা শোনা দিয়ে কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে খন্ডকালীন কাজ শুরু করে সে, পাশাপাশি পড়াশোনারর চেষ্টা করে, কিন্তু দুইটা এক সাথে চালাতে ব্যর্থ হয়। সাথে বাড়ির কথা অনেক মনে পরতো। কিন্তু কিচ্ছু করার ছিলনা।

উত্তরণের কথা এলাকায় মাইকিং থেকে প্রথম জানতে পারার পরে ঢাকা আহসানিয়া মিশন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে খোঁজ নিতে যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন প্রশিক্ষণের পর চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে উত্তরণ থেকে। আব্বার সাথে কথা বলে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেন। উত্তরণের বাছাই প্রক্রিয়া বেশ অন্য রকম লেগেছে ফাহিমের কাছে। এ ব্যাপারে ফাহিম বলেন, *"আমি কখনো এরকম কোন ওয়ার্কশপ করিনি। খুব ভাল লেগেছে সেই দিন আমার মত অনেককে দেখে।"*

ঢাকা আহসানিয়া মিশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ শেষ করেন ফাহিম। প্রশিক্ষণে আসার পূর্বে তার মোবাইল ফোন সার্ভিসিং সম্পর্কে কোন কিছুই জানতো না। কিন্তু এখন সব ধরণের মোবাইল ঠিক করতে পারে। প্রশিক্ষণ শেষ করার পরে লিনাক্স মোবাইলে চাকরির জন্য বলা হয়। চাকরির জায়গা তার বাসা থেকে অনেক দূরে হয়ে যায় বলে সেখানে আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু উত্তরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে তার আত্মনির্ভরতা বেড়েছে এবং এখন মেসার্স এমএম গ্লোবাল কর্পোরেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠানে অপারেশন্স ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান চাকরিতে সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়, *"উত্তরণের প্রশিক্ষণ আমাকে শুধু দক্ষই করেনি সাথে কাজের পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি করেছে।"* অপারেশন্স ম্যানেজার হিসেবে ছয় মাস ধরে কাজ করছেন ফাহিম। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানা যায় ফাহিমের কাজে বেশ সন্তুষ্ট তারা এবং আগামী জানুয়ারীতে বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন। ফাহিমের উপার্জিত অর্থে তার পরিবারের নেওয়া ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হয়, যেটা শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, এরপর তার ইচ্ছা পূরণে অনেকটা অগ্রসর হতে পারবে বলে জানায় সে।

ফাহিমের প্রায়ই রংপুরের বাড়ির কথা মনে পরে এবং পরিবার নিয়ে ঢাকায় এক সাথে থাকার ইচ্ছা তার। ভবিষ্যতে কি করতে চান জানতে চাইলে দৃঢ়তার সাথে সে বলে, *"একটা অনেক বড় দোকান দেওয়ার ইচ্ছা, মোবাইল ফোনের বিভিন্ন ধরনের পার্টস, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা থাকবে।"*

ফাহিমের মত যুবাদের সামনে এগিয়ে যেতে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের। উত্তরণ ফাহিমের মত যুবাদের স্বপ্ন পূরণের সারথী হতে পেরে গর্বিত।

> **"একটা অনেক বড় দোকান দেওয়ার ইচ্ছা, মোবাইল ফোনের বিভিন্ন ধরনের পার্টস, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর ব্যবস্থা থাকবে।"**

আকরাম হোসেন

> “খুলনা শিপইয়ার্ডে প্রশিক্ষণ নিতে পারার সৌভাগ্য সবার হয় না। আমি উত্তরণের অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং এর প্রশিক্ষণ থেকে যে কাজ শিখেছি তা এখন আমার কাজে লাগছে। অনেক সহজেই অনেক কাজ করে ফেলছি।”

আকরামের সাথে উত্তরণ টিমের কথা হচ্ছিল খুলনা শিপইয়ার্ড টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে। অনেক দিন পরে নিজের পরিচিত জায়গায় এসে আকরামের অনুভূতি ছিল অন্যরকম। আকরামের পুরো নাম আকরাম হোসেন। বয়স ২২ বছর। বাড়ি শ্রীমঙ্গল ইউনিয়নের ভাড়াউড়া গ্রামে। পরিবারে মা, বাবা এবং ছোট ভাইসহ মোট চার জন। বাবা সৌদিতে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। ছোট ভাই ম্যানেজমেন্ট এর উপর পড়াশোনা করছে। আকরাম শাহজালাল সরকারি কলেজে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করছে।

দক্ষ ওয়েল্ডার আকরাম

এইচএসসি পরীক্ষার পরে উরণের কথা জানতে পারে আকরাম। এলাকায় একদিন উত্তরণের পোস্টার চোখে পরে। প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স (ইআইএম) এবং ওয়েল্ডিং। ইলেক্ট্রিক্যাল বিষয়ে একটু ধারণা থাকায় ওয়েল্ডিং এর উপর বেশি আগ্রহ তৈরী হয় তার। প্রশিক্ষণে ভর্তির জন্য তাকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন এবং পরবর্তীতে সারাদিন ব্যাপি ওয়ার্কশপ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তাকে ফোন দিয়ে ওয়েল্ডিং এর উপর তিনমাস ব্যাপি প্রশিক্ষণে টিকে যাওয়ার কথা জানানো হয়। *"ওয়েল্ডিং এর কাজটাকে একটু ভিন্ন রকম মনে হয়েছে আমার। তাই এই বিষয়ের উপর আগ্রহ তৈরি হয়েছে।"* আকরাম বলেন।

জীবনে একটা নতুন সংযোজন আসে বেসিক ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়। কাজটা সহজ ছিল না এবং প্রচুর পরিশ্রমের ছিল। প্রশিক্ষণ শেষ করে একটা চাকরিতে ঢোকার পরিকল্পনা ছিল আকরামের। এরই মধ্যে উত্তরণ প্রকল্প থেকে অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণের কথা জানানো হয়। যেখানে সিলেটের ২৫ জন বেসিক ওয়েল্ডিং এর প্রশিক্ষণ নেওয়া যুবারা অংশগ্রহন করার সুযোগ পাবে। ওয়েল্ডিংয়ে প্রশিক্ষণ রতরা অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করতে পারবে। আকরাম সাথে সাথেই সিদ্ধান্ত নেয় এই সুযোগটা নিয়ে দেখবে। প্র্যাকটিক্যাল এবং লিখিত পরীক্ষার প্রদানের পর উত্তরণ প্রকল্প তার বাবা মার সাথে বসে এবং জানায় তাকে বাছাই করা হয়েছে। কেমন লেগেছে যখন জানতে পারলেন বাছাই প্রক্রিয়ায় টিকে যাওয়ার কথা? জানতে চাইলে আকরাম বলেন, *"আমার খুব ভাল লেগেছে। সিলেটের লোকজনতো সহজে এলাকার বাইরে যেতে চায় না। আমি চিন্তা করে দেখেছি জাহাজ বানানো, বা বড় বড় প্রজেক্টের কাজ সব সিলেটের বাইরেই। কাজ শিখতে হলে সিলেটের বাইরে বের হতে হবে।"*

অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণে চার মাস আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করে আকরাম। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেশন সংস্থা ব্যুরো ভেরিটাসের দ্বারা গৃহিত পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে ৪জি লেভেল পাশ করেন। সিলেট থেকে এসে খুলনায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন এই প্রশ্নের উত্তরে আকরাম বলেন, *"খুলনা শিপইয়ার্ডে অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং এর প্রশিক্ষণ নিতে পারা অনেক বড় একটা সুযোগ। ওয়েল্ডিং পেশায় টিকে থাকতে হলে এই প্রশিক্ষণ অনেক সাহায্য করবে।"* প্রশিক্ষরে পরে কিছু জায়গায় কাজের কথা হলেও এখন তালুকদার গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে প্রোডাকশন ফেব্রিকেশনে মিগ ওয়েল্ডিং কাজে করছে আকরাম। কাজ করতে কেমন লাগছে জিজ্ঞেস করলে আকরাম বলে, *"খুলনা শিপইয়ার্ডে প্রশিক্ষণ নিতে পারার সৌভাগ্য সবার হয় না। আমি উত্তরণের অ্যাডভান্সড ওয়েল্ডিং এর প্রশিক্ষণ থেকে যে কাজ শিখেছি তা এখন আমার কাজে লাগছে। অনেক সহজেই অনেক কাজ করে ফেলছি।"*

ভবিষ্যতে আকরামের ইচ্ছা দেশের ওয়েল্ডিং সেক্টরে ভাল কিছু করার। পাশাপাশি পরিবারের পাশে থেকে একটা সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার।

> **"আমার খুব ভাল লেগেছে। সিলেটের লোকজনতো সহজে এলাকার বাইরে যেতে চায় না। আমি চিন্তা করে দেখেছি জাহাজ বানানো, বা বড় বড় প্রজেক্টের কাজ সব সিলেটের বাইরেই। কাজ শিখতে হলে সিলেটের বাইরে বের হতে হবে।"**